নরসিংদীতে ধর্ষণ করে কিশোরী হত্যার দায় স্বীকার সৎপিতার

সংগৃহীত ছবি

নরসিংদীর মাধবদীতে ১৫ বছর বয়সী এক কিশোরী হত্যার ঘটনায় নতুন তথ্য পেয়েছে পুলিশ। সৎপিতা আশরাফ আলী আদালতে দায় স্বীকার করেছেন এবং অন্যদের ফাঁসাতে মিথ্যা গল্প সাজানোর কথা জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মাধবদী থেকে সন্দেহভাজন হিসেবে আশরাফ আলীকে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে তিনি হত্যাকাণ্ডে নিজের সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেন। শনিবার দুপুরে পুলিশ সুপার কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি জানান পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল-ফারুক।

পুলিশ জানায়, ১০ ফেব্রুয়ারি সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় স্থানীয়ভাবে সালিশ ও নানা জটিলতায় সৎমেয়ের ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন আশরাফ আলী। পরে অপমান এড়াতে কিশোরীকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার কথা বলে একটি সরিষাক্ষেতে নিয়ে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে শ্বাসরোধে হত্যা করেন। এরপর নিজেকে আড়াল করতে নূর মোহাম্মদ নূরাসহ অন্যদের দায়ী করে নাটক সাজান।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি সকালে নরসিংদীর একটি সরিষাক্ষেত থেকে গলায় ওড়না পেঁচানো অবস্থায় কিশোরীর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় নিহতের মা ফাহিমা বেগম বাদী হয়ে নূরাকে প্রধান আসামি করে ৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন।

মামলায় এখন পর্যন্ত ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ১ মার্চ আদালত ৭ আসামির ৮ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে। জিজ্ঞাসাবাদে তারা ধর্ষণের কথা স্বীকার করলেও হত্যার সূত্র মেলেনি। পরে গোয়েন্দা নজরদারিতে সৎপিতাকে আটক করলে বেরিয়ে আসে পুরো ঘটনা।